History Hons

Paper-X (Hons)

(প্রশ্ন) → বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশ আলোচনা কর। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই আন্দোলনের ভূমিকা কতখানি ছিল?

(Ans) → ভূমিকা: উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে শুরু করে ভারতের যুব সম্প্রদায় ইংরেজশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যে আপোষহীন হিংসাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, গুপ্তহত্যা ও গুপ্তসমিতি গঠনের মাধ্যমে তাঁরা যেভাবে ইংরেজ শাসনের অবসানের জন্য সর্বস্বপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন, তাকে ঠিক কি বিশেষণে বিশেষিত করা যায় তা বলা কঠিন। ঐতিহাসিকেরা এই বিষয়ে একমত নন। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী 'উগ্রপন্থাবাদ' পরিভাষার পরিবর্তে 'বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ' কথাটি ব্যবহার যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন। অপরদিকে অধ্যাপক সুমিত সরকার 'বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ' কথাটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী, যদিও তিনি মনে করেন যে, তাঁরা এই আন্দোলনকে [illegible] করেছিলেন তাঁরা নিজেদের সম্পর্কে এইরূপ বিশ্লেষণে খুশী হতেন। অধ্যাপক সরকারের মতে, জাতীয় [illegible] স্বাধীনতা সংগ্রামীদের [illegible] চেয়েছিলেন [illegible] সরকারী কর্মচারী ও গুপ্তচরদের হত্যা করে শাসকগোষ্ঠীর মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে। এমনকি তাঁরা অনেকে বৈদেশিক শক্তির সাহায্য নিয়ে দেশীয় সেনাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন, তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক 'বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ' কথাটি মেনে নিয়েছেন।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনার কারণ সমূহ: বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনাকাল থেকে — এই প্রশ্নের প্রকৃতি ও কেন এই আন্দোলনের সূচনা হয় — এই প্রশ্নের উত্তরে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা একই উত্তর রেখেছেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ [illegible] ভ্যালেন্টাইন চিরোল, [illegible] এই সম্পর্কে লিখেছেন: বলেছেন 'হিন্দু বিদ্রোহ', "The terrorists themselves were a curious product of Hindu orthodoxy and western education". তাঁদের মতে, [illegible] মধ্যে, জনবিক্ষোভ, বেকারত্ব ও [illegible] যে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছিল যে তাদের বিদ্রোহী করে তুলতে সাহায্য করে। বৈপ্লবিক [illegible] ও [illegible] যে [illegible] আন্দোলনকে [illegible]। [illegible] হিন্দুত্ববাদ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অথচ [illegible] ও বিবেকানন্দের রচনাবলী এবং [illegible] বঙ্কিমচন্দ্র ও [illegible] তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে [illegible] হিন্দুত্বের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে [illegible]। সুতরাং বিপ্লবীদের আদর্শ ও প্রেরণা তাদের কাছে [illegible]

হিন্দুধর্মের প্রভাবের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের কোন যুক্তি নেই।

আসলে বৈপ্লবিক আন্দোলনের উদ্ভব অনুসন্ধান করতে হবে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃতির মধ্যে। 1907-8 খ্রী: থেকেই বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈপ্লবিক প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠে, প্রথমত, নরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের আবেদন-নিবেদন নীতির যে কোন ভবিষ্যত নেই বঙ্গভঙ্গ তা প্রমাণ করেছিল, এই তরুণ সমাজের কাছে নরমপন্থী নেতাদের প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, নরমপন্থীদের সমালোচনা-চরমপন্থীরা যতই সাহস ও তৎপরতা দেখাতে পেরেছিলেন, বিক্ষোভকারীদের সন্তুষ্ট করতে তাঁরা ততই সফল হলেন, তাঁরা জনগণকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আদর্শে অনুপ্রাণিত করলেও তার বাস্তব দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা করেননি। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে ব্যর্থতা তাদের সীমাবদ্ধতাকে আরও সামনে [illegible] তুলে দেয়। সবচেয়ে বড় কথা চরমপন্থীরা প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা বিপ্লববাদের প্রেক্ষাপটকে প্রস্তুত করে। [illegible] সুরাটে যে কংগ্রেসের অধিবেশনে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছিল, ১৯০৭-৮ খ্রী: চরমপন্থী নেতৃত্বের নির্বাসন ও নিষ্ক্রিয়তার ফলে বাংলার যুব সম্প্রদায় যখন [illegible], তখন তারা বিকল্প কিছু না পেয়ে বিপ্লববাদকেই আশ্রয় করে। বৈপ্লবিক চিন্তার উদ্ভবের পিছনে যেমন ম্যাৎসিনির আদর্শ ও [illegible] গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করে, তেমনই প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য [illegible]। সাময়িক ঘটনার প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আবিসিনিয়ার হাতে ইতালীর পরাজয়, ১৯০৫ খ্রী: রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ যুবসম্প্রদায়ের মনে আত্মবিশ্বাস জাগায়। কিন্তু ভারতীয় যুবসম্প্রদায় [illegible] বৈপ্লবিক মন্ত্রের দীক্ষা নিয়েছিল গুপ্ত সমিতি গঠন ও [illegible] ঐতিহ্য থেকে। আয়ারল্যান্ডের আন্দোলন, রুশদেশীয় নিহিলিস্টদের [illegible] ও বলকান রাষ্ট্রগুলির গুপ্ত সমিতির [illegible] সংগ্রাম ভারতের বিপ্লবী আদর্শ ও [illegible] মানসিকতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রে বাংলায় বিপ্লববাদ একটি সুসংগঠিত রূপ নিলেও [illegible] পূর্ব থেকেই [illegible]। [illegible] একটি গুপ্ত সমিতি গঠন ও [illegible] একত্রিত করে 'একটি গুপ্ত সমিতি' ও 'যুগান্তর' [illegible] (১৮৯০)। তাঁর [illegible] 'ভবানী মন্দিরের' মাধ্যমে যুবসম্প্রদায়কে [illegible] প্রচার ও [illegible] উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। [illegible] গুপ্ত সমিতি [illegible] উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible]

'মিত্র মেলা' (১৯০০) এবং গণেশ সাভারকরের প্রতিষ্ঠিত 'অভিনব ভারত', বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূতিকাগৃহ ছিল এইসব গুপ্ত সমিতিগুলি। ইউরোপীয় গুপ্ত সমিতিগুলির অনুকরণে বাংলায় নানা গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠতে দেখা যায়, তবে স্বাধীনতার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে এদের ছিল নানা মতপার্থক্য, কেউ কেউ আইরিশ ও নিহিলিস্টদের পথ অনুসরণ করতে এগিয়ে আসেন। বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে আমরা দেখি যে সুশিক্ষিত উচ্চবর্ণের কিছু আদর্শবাদী যুবক ও কিশোর দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেও পরবর্তী পর্যায়ে এই আন্দোলন বিস্তৃতরূপ নেয়। দেশে-বিদেশে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিপ্লবীরা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সশস্ত্র সংগ্রামের পথে দেশকে স্বাধীন করার কথা চিন্তা করেন। বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বিপ্লবদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, সামরিক বিপ্লব হতে হলে কৃষক, শ্রমিক ও সেনাবাহিনীর মিলিত প্রয়াস আবশ্যক। 'অনুশীলন সমিতি' গুপ্তহত্যার উপর গুরুত্ব দিলেও তারা অনুশীলনের উপরও গুরুত্ব দেয়। যতীন্দ্রনাথ 'যুগান্তর সমিতি', ক্ষুদ্র আক্রমণের নেতৃত্বে 'যুগান্তর' গোষ্ঠী বিদেশি ও বহিঃ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'যুগান্তর' গোষ্ঠী ... ও হত্যার ... সশস্ত্র সংগ্রামকে বিদেশে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলে সশস্ত্র সংগ্রামকে বাস্তবায়িত করতে চান।

১৯০৫ খ্রীঃ কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশ্যে বিপ্লবী মতবাদ প্রচার শুরু করে। ১৯০৭ খ্রীঃ বাংলার গভর্নরকে হত্যার এক অসফল প্রয়াস। করা হয়। ১৯০৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে বিচারপতি কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত দুই মহিলা নিহত হয়। এই ঘটনার সাথে যুক্ত প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়। ক্ষুদিরাম ফাঁসির পর অচিরেই জাতীয়তাবাদী বীরের স্বীকৃতি পেতে থাকেন। বিপ্লবের তুলিতে সেই ক্ষুদিরামের প্রাণত্যাগের কাহিনী শুরু হয় ... অনেক সময় নানা গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠলেও ইতিহাসে প্রধান হয়ে ওঠে 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দল। এরা দুই উদ্দেশ্যে কাজকর্ম চালান — অত্যাচারী অফিসার ও গুপ্তচরদের হত্যা এবং অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ। এই সময় বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল — (১) রাসবিহারী বসু ও তাঁর সাথীদের নেতৃত্বে হার্ডিঞ্জকে হত্যার অসফল প্রয়াস, যেটির সাথীদের ... দিল্লীতে এক রাষ্ট্রীয় শোভাযাত্রায় হাতির পিঠে চেপে যাওয়ার সময় হার্ডিঞ্জের দিকে বোমা ছোঁড়া হলে তিনি আহত হন। (২)

Amiya Ghosh

মদনলাল ধিংড়ার হাতে লন্ডনে কার্জন-উইলির হত্যা। বিপ্লবীরা অনেক কাজকর্ম বিদেশে চালান এবং বিদেশী সাহায্যলাভের চেষ্টাও চলে; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নেতা হলেন — লন্ডনে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, ভি. ডি. সাভারকার, আমেরিকায় হরদয়াল এবং ইউরোপে মাদাম কামা ও অজিত সিং প্রমুখ।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের গুরুত্ব :—

নিষ্ঠা, ত্যাগ ও আদর্শ থাকা সত্ত্বেও ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলন সাফল্যলাভ করতে পারেনি। গুপ্তসমিতি দলের নেতৃত্বে একতার অভাব, সর্বোপরি সুসংবদ্ধ (?), নির্দিষ্ট কর্মসূচি সম্পর্কে পরিকল্পনার অনুপস্থিতি এবং সর্বোপরি জনসমর্থনের অভাবে বিচ্ছিন্ন এই আন্দোলনের ব্যর্থতা অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু ব্যর্থতা সত্ত্বেও বিপ্লববাদ সম্পর্কে বলা যায় যে স্বাধীনতা সংগ্রামে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতে সাধারণ মানুষকে নিয়ে করলেও স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১১), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) ও আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩৩) ভারতছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২-৪৪) এর সাফল্য নিয়েও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কোন আন্দোলনই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না সেই অর্থে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি। তাদের কার্যকলাপ সাময়িকভাবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তিত করেছিল। ইংরেজরা উপলব্ধি করে যে ভারতের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ এবং তাদের দিনে ভোগের অবসান হয়। অন্যদিকে ব্যর্থতা থেকেই আসে শিক্ষা, বিপ্লবী যুবক হত্যার প্রতিক্রিয়ায় যে জনগণকে স্বাধীন এই বিপ্লবীরা সংগ্রামের পথ পরিহার করে সব-কিছু ঘটবেনা, উপর গুরুত্ব আরোপ করতে থাকে। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর গুরুত্ব [illegible] যখন নরমপন্থীদের আন্দোলন ব্যর্থ তখন এঁরাই আশার প্রদীপ জ্বেলে রেখেছিল। ব্যর্থ হলেও মানুষকে দেখিয়েছিলেন তাঁরা বিকল্প পথ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মগুলোকে অনেকেই বৈপ্লবিক আন্দোলনকে অবজ্ঞাপূর্ণ ও অবহেলিত হেয় করে দেখেছেন। অনেকেই বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। বস্তুত: স্বাধীনতা কিছু যুবকের কার্যকলাপ হিসাবে চিহ্নিত করে দেখা অনুচিত ও অনৈতিহাসিক। সংগ্রামে বিপ্লববাদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখা অনুচিত ও অনৈতিহাসিক। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস যারা লিখেছেন তাঁরা ও প্রথমদের অপরিহার্য ভূমিকা ও ত্যাগের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায়না। বৈপ্লবিক এবং বিভিন্ন মতের ও পথের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায়না। বৈপ্লবিক কাজকর্মে কিছু ত্রুটি থাকলেও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের দান অনস্বীকার্য এবং বৈপ্লবিক কর্মধারা সম্পর্কে আলোচনা না করলে ইতিহাস চর্চা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে। সমকালীন সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের রচনায় বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রেরণা যুগিয়েছিল (বঙ্কিমচন্দ্রের – 'আনন্দমঠ'; শরৎচন্দ্রের – পথের দাবী)। বিপ্লবীদের মহান আদর্শ ও ত্যাগ যেমন যুবসম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করেছিল তেমনই স্বাধীনতা সংগ্রামকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের মনে আনে নতুন আত্মবিশ্বাস ও সাহস। তাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লববাদের এই ইতিবাচক ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার্য।